আলমডাঙ্গায় সরকারি ভাবে ধান সংগ্রহের জন্য লটারি

আলমডাঙ্গা খাদ্যগুদামে সরকারি ভাবে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ লিটন আলী প্রত্যেক ইউনিয়ের কৃষক দের কাছ থেকে দরখাস্ত আহবান করলে, তাদের দরখাস্ত মোতাবেক লটারির মাধ্যমে ক্রেতা নির্ধারণ করার জন্য গত বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলা কৃষি অফিসে লটারি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ লিটন আলী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আইয়ুব হোসেন।

তিনি এসময় বলেন, সরকার সরাসরি প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের জন্য ঘোষণা দেন। সেই লক্ষে আমরা উপজেলার সকল ইউনিয়ন ও পৌর সভার কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান ক্রয় করতে চাই। কিন্ত আমাদের লক্ষ মাত্রা ১ হাজার ৩ শত ৮৪ মেঃ টন। মানে প্রত্যেক কৃষক ১ মেঃ টন করে ধান বিক্রয় করতে পারবে। লক্ষ মাত্রার চেয়ে বিক্রেতার সংখ্যা বেশি হওয়ায় আজ আমরা লটারির মাধ্যমে বিক্রেতা সিলেকশন করে দেব। তারা নির্ধারিত সময়ে খাদ্যগুদামে ধান সরবরাহ করবেন।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর মেয়র উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসান কাদীর গনু, ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. সালমুন আহম্মেদ ডন, উপজেলা কৃষি অফিসার, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার, উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা মোফাখাইরুল ইসলাম, গুদাম রক্ষক মিয়াজান হোসেন, খাদ্যপরিদর্শক রাবিবুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল হোসেন, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার আফাজ উদ্দিন, উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা এনামুল হক, ইউপি চেয়ারম্যান মাসুদ পারভেজ, আবু সাইদ পিন্টু, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি, দেলোয়ার হোসেন, সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, প্রেসক্লাবের সম্পাদক হামিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি জামসিদুল হক মুনি, প্রচার সম্পাদক শরিফুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা জেলা মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি শাহাবুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, সাইফুর রহমান পিন্টু, সহ শতাধিক কৃষক উপস্থিত ছিল।

লটারি করা হয় মোট ১৩৮৪ মেঃ টন ধান নেওয়া হবে। প্রতি কৃষক ১ টন করে ধান দিতে পারবে।

সাড়ে ৫’শ মানুষকে ‘ফ্রি বাজার’ দিলেন প্রকৌশলী টুটুল

এলাকার কর্মহীন, অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে আবারও ‘ফ্রি বাজার’ দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) আলিমুজ্জামান টুটুল।

শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর ইউনিয়নে সাড়ে ৫’শ মানুষকে ‘ফ্রি বাজার’ দেওয়া হয়।

কর্মহীন, অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে চাল, ডাল, আটা, তেল, আলু, পেঁয়াজ, রসুনসহ নিত্য প্রয়োজনীয় নানা পণ্য ও প্রায় ১৫-২০ পদের সবজি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) আলিমুজ্জামান টুটুল বলেন, করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবে গৃহে আবদ্ধ অসহায় মানুষের মাঝে বিনামূল্যে ভ্রাম্যমাণ মুদি দোকান দিয়ে তাদের সহযোগিতা করার চেষ্টা করি।

তিনি জানান, হজ্বের জন্য জমানো টাকা থেকে এ মানবসেবা শুরু করেছি।

এ কাজে তাকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করে আসছে তারই হাতে গড়া সংগঠন ‘গ্রীন চাইল্ড’র ৬০ জন স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষার্থী। সাধারণ মানুষকে বিগত একমাস ধরে নিয়মিত সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এ পর্যন্ত সাত হাজারের অধিক মানুষের মাঝে প্রয়োজনীয় পণ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তিনি।

তিনি আরোও জানান, আজ সকালে সাড়ে ৫’শ মানুষের মাঝে এসব ব্যাগ ভর্তি করে প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে।তিনি বলেন, আমি আমার এলাকার মানুষের কষ্ট দেখে তাদের কষ্ট কিছুটা কমানোর জন্যই এই

উদ্যোগ নিয়েছি।

ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এ সহযোগিতার ধারা অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা আলিমুজ্জামান টুটুলের। পাশাপাশি নিজ নিজ অবস্থান থেকে সাধ্যমতো অসহায় মানুষের পাশে দাড়াতে সমাজের বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

কাল থেকে কুষ্টিয়ার সকল দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা

কুষ্টিয়া জেলার সকল উপজেলার শপিংমল, দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন।

শুক্রবার বিকেলে জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেন এ ঘোষণা দেন।

তিনি বলেন, করোনা দুর্যোগকালীন বাজার মনিটরিং কমিটির সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের দেওয়া শর্তসমূহ উপেক্ষা করে মানুষের উপচে পড়া ভিড়, অসচেতনতা ও অবহেলার কারণে যথাযথভাবে প্রতিপালিত না হওয়ায় এবং পাশ্ববর্তী জেলার লোকজন বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এ জেলায় আসছে ফলে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ভয়াবহতা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় শনিবার সকাল থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জেলার সকল উপজেলা পর্যায়ের সকল হাট-বাজার, ব্যবসা কেন্দ্র, দোকান-পাট, শপিংমলসমুহ বন্ধ ঘোষণা করা হলো।

তবে চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট জরুরী সেবাসমুহ ও ঔষধের দোকান ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, কৃষি পণ্য পরিবহনের যানবাহন এর আওতামুক্ত থাকবে।

জেলা প্রশাসক আরও জানান, এ আদেশ অমান্য করলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদাসহ বিভিন্ন জায়গায় সেনাবাহিনীর ত্রাণ বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ও কুড়ুলগাছিতে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের মাঝে সেনাবাহিনী সদস্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ত্রাণ সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ করেছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ও কুড়ুলগাছি এলাকার হতদরিদ্রদের খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ করেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা। নগদ অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রতিরোধমূলক সকল নির্দেশনা ও দূরত্ব বজায় রেখে বিতরণ করা হয়েছে।

যশোর সেনানিবাসের ১৯ ইস্টবেঙ্গল ৫৫ ডিভিশনের ক্যাপ্টেন ইমরানের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী সদস্যরা করোনা ভাইরাসের কারনে সংকটময় মুহূর্তে খেটে খাওয়া মানুষের মাঝে ত্রাণ ও নগদ অর্থ বিতরণ করেন।

এসময় ক্যাপ্টেন ইমরান বলেন, করোনা ভাইরাসের কারনে কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করার জন্য সকলের এগিয়ে আসা উচিত। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সকলের সচেতন হতে হবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সংকটময় মুহূর্তে দেশ ও জনগনের পাশে ছিলো এবং থাকবে।

তিনি আরো জানান, সেনাবাহিনী এ খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

দর্শনা রেল বাজারের প্রবেশ

মুখে জীবনু-নাশক টানেল উদ্বোধন

দর্শনা রেল বাজারে প্রবেশ মুখে স্বাস্থ্য বিধি সুরক্ষায় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের পক্ষ দর্শনা রিক্সা স্ট্যান্ড বটতলায় থেকে জীবনু- নাশক স্প্রে টানেলের উদ্বোধন করলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

বৃস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টায় উদ্বোধনের পর জীবনু-নাশক স্প্রে টানেলের কার্যক্রম শুরু হয়। ফলে রেল বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতারা জীবানুমুক্ত হয়ে বাজারে স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে নির্বিঘ্নে বাজারে প্রবেশ করে তাদের কেনা-কাটা করছে।

এছাড়া তিনি সকাল ৯টায় দর্শনা অংকুর কেজি স্কুল মাঠে কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য উপহার প্রদান করেন। এরপর জীবনু-নাশক স্প্রে টানেল উদ্বোধন শেষে চুয়াডাঙ্গার উদ্যেশে চলে যান।

বাজার কমিটির উদ্যোগে বাজারের সব কয়টি প্রবেশ মুখে জীবানু-নাশক দিয়ে চটের বস্তা ভিজিয়ে রেখেছে এবং যুব ফোরামের মাধ্যমে প্রত্যেক ক্রেতা-বিক্রেতাদের হাতে স্যানিটাইজ লাগিয়ে দিচ্ছে। এছাড়া বাজারে শিশু ও বৃদ্ধদের প্রবেশ নিষেধ করছেন। সবচেয়ে এবার রমজানের বাজার ব্যবস্থাপনায় করোনা মুক্ত রাখতে তাদের এ উদ্যোগ বেশ প্রসংশা পেয়েছে।

এছাড়া বাজারের ভিতর বাই-সাইকেল, মোটর-সাইকেল, ভ্যান, রিক্সা, আলমসাধু ও অটোরিক্সা প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে ক্রেতারা নির্বিঘ্নে তাদের দুরুত্ব বজায় রেখে কেনা কাটা করতে পারছে।

জীবনু-নাশক স্প্রে টানেলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলার চেয়ারম্যান আলী মুছুর বাবু, উপজেলা নিবার্হী অফিসার এস এস মুনিম লিংকন, দর্শনা দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাবির হোসেন মিকা, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের অর্থ পরিচালক আমিরুল ইসলাম ও সমন্বয়কারী কিতাব আলী প্রমুখ।

তামাকজাত দ্রব্যের সুর্নিদিষ্ট কর কাঠামোর দাবীতে অনলাইন মানববন্ধন

করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি পোষাতে ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় ক্ষতিকর তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ করার দাবীতে অনলাইন মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে এই অনলাইন মানববন্ধন শুরু হয়। সারাদেশের শতাধিক তামাক নিয়ন্ত্রণে র্কাযরত সংগঠন ও সাধারণ মানুষ এই মানববন্ধনে ‘তামাকজাত দ্রব্যের উপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের দাবী’ জানান।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা)’র ও এইড ফাউন্ডেশন উদ্দ্যোগে এবং দ্যা ইউনিয়নের সহযোগীতায় এই অনলাইন মানববন্ধনে বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি), টোব্যাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেল, আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, সিয়াম, সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, মৌমাছি, সাফ, কেএনকেএস, পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (পাস), সুরঙ্গন সাংস্কৃতিক একাডেমি, গাংনী থিয়েটারসহ সারাদেশ থেকে বিভিন্ন সংগঠন অংশগ্রহন করেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এর মাধ্যমে বাংলাদেশে এই প্রথম অনলাইন মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহনকারীরা একটি সময়োপযোগী তামাক-কর ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের জন্য “কোভিড-১৯ এর আর্থিক ক্ষতি মোকাবিলায় তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে করারোপ চাই” “তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট কর, জীবন বাচাঁবে বাড়াবে রাজস্ব”- “জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে করারোপ চাই”- এসকল শ্লোগান লেখা লিফলেট হাতে নিয়ে নিজ অবস্থান থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাবী পোস্ট করেন।

কোভিড-১৯ এর প্রভাবে সারাদেশের সকল কাজের স্থবিরতার মধ্যেও আগামী অর্থবছরের বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। তামাক বিরোধী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণের কাজের অগ্রগতি বৃদ্ধি করতে এই অনলাইন মানববন্ধন।

এনবিআর প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থে তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট করারোপের কথা বলা হয়েছে।

তামাক জাত দ্রব্যের ওপর সুনিদিষ্ট কর আরোপ হলে প্রায় ২০ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী ধূমপান ত্যাগে উৎসাহিত হবে। সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট বাবদ চলতি অর্থবছরে চেয়ে ৪ হাজার ১০০ কোটি থেকে ৯ হাজার ৮০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বেশি রাজস্ব আয় হবে। যার হার বিড়ি ও সিগারেট থেকে প্রাপ্ত বর্তমান রাজস্বের চেয়ে অন্তত ১৪% বেশি।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোর দাবী করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি পোষাতে ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় ক্ষতিকর তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ করা হোক। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা), এইড ফাউন্ডেশনসহ তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের শতাধিক নেতৃবৃন্দ এ মানববন্ধনে অংশ নেন।

মেহেরপুরের রাধাকান্তপুরে যুব সমাজের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামে যুব সমাজের পক্ষ থেকে অসহায় কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার দিকে প্রায় ৫০ পরিবারকে এই খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

করোনার সংকটময় পরিস্থিতি এবং পবিত্র ঈদুল ফিতর কে সামনে রেখে খাদ্য বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে জানান যুব সমাজের সদস্যরা।

এ সময় বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে গরীব, দুস্থ, অসহায়, কর্মহীন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহবান জানান যুব সমাজ।

খাদ্য বিতরণে সহযোগিত করেন সুজন, সেন্টু, শামীম, জাহিদ, জহিরুল,

এরশাদ, কাবিদুল, রাহুল, আনিস, তাছিকুল প্রমুখ।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে দুই ব্যবসায়ীর জরিমানা

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে। মহামারী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনগণকে সচেতনতা বৃদ্ধি ও অযথা দোকানে ভিড় করার অপরাধে বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ঝটিকা অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্র্রেট হিসেবে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) মো: মহিউদ্দিন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানাগেছে, ১৮৬০ সালের আইনের ২৬৯ ধারায় কার্পাসডাঙ্গা বাজারের জি-রহমানিয়া মার্কেটের আব্দুল্লাহ গার্মেন্টসের মালিক রফিকুল ইসলাম কে ২ হাজার ও একই ধারায় হাজি মার্কেটের ফ্যাশান হাউজের মালিক শাহাবুদ্দিন কে ২ হাজার টাকা জরিমানা করেন। সেই সাথে ব্যবসায়ীদের কে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা কালে সহযোগিতা করেন উপজেলা ভূমি অফিসের পেশকার জিহন আলী ও দামুড়হুদা মডেল থানার এ এসআই আশেক সহ পুলিশ সদস্যবৃৃন্দ।

করোনার উপসর্গ নিয়ে ঢাকা থেকে কালীগঞ্জে এসে নৈশ প্রহরীর

মৃত্যু

করোনার উপসর্গ নিয়ে ঢাকা থেকে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে এসে শুকুর আলী (৫৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোরে কালীগঞ্জ পৌরসভার কাশিপুর গ্রামের শ্বশুর বাড়িতে তার মৃত্যু হয়। শুকুর আলী কালীগঞ্জের ঘোপপাড়া গ্রামের মৃত মসলেম উদ্দীনের ছেলে। তিনি ঢাকার যাত্রাবাড়ির একটি তেলের ফ্যাক্টরীর নৈশ প্রহরী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার সর্দি-কাশি ও শ্বাসকষ্ট ছিল। এছাড়া তিনি ডায়াবেটিস রোগেও ভুগছিলেন।

ঢাকা থেকে মৃত ব্যক্তির সাথে আসা তার ছোট ভাই খাইরুল ইসলাম জানান, তারা দুই ভাই একসাথে যাত্রাবাড়ি তীর সয়াবিন তেলের ফ্যাক্টরী তে কাজ করতেন। তিনি দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস রোগে ভুগছিলেন। হঠাৎ গত শুক্রবার তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। এরপর রোববার ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখান থেকে বুধবার রাত ২টায় এ্যাম্বুলেন্সে কালীগঞ্জ নিয়ে আসা হয়। বৃহস্পতিবার ভোর ৫ টার দিকে তিনি মারা যান।

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শামীমা শিরিন লুবনা জানান, মৃত্যু ব্যক্তির কিছু করোনা উপসর্গ ছিল। আমরা তার নমুনা সংগ্রহ করে পাঠিয়েছি। রেজাল্টেন জন্য অপেক্ষা করছি। দেখা যাক কি হয়। তিনি আরো জানান, আমাদের মেডিক্যাল টিম ও দাফন কমিটি সাথে আছেন। দাফন কমিটি কাজ করছেন। তাকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে নামাজে জানাযা শেষে কবর দেয়া হবে।

করোনার উপসর্গ নিয়ে শুকুর আলী কাশিপুর গ্রামের যে বাড়িতে মারা গেছেন সেই বাড়িটি কি লোক ডাউন করা হয়েছে? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “এখনো লডডাউন করা হয়নি, নমুনা রেজাল্ট পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে”।
কালীগঞ্জর থানার অফিসার-ইনচার্জ (ওসি) মুহাঃ মাহফুজুর রহমান মিয়া বলেন, করোনার উপসর্গ নিয়ে এক ব্যক্তি বৃহস্পতিবার ভোরে মারা গেছেন। তিনি বুধবার রাতে ঢাকা থেকে কালীগঞ্জে আসেন। তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা চলছে। এছাড়া মেডিক্যাল টিম তার নমুনা সংগ্রহ করেছে।

গাংনীতে ইয়ূথদের উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ

বিশ্ব যখন কোন এক নিরবচ্ছিন্ন ভয়ালযুদ্ধের ঘাতক করোনা নামক প্রাণঘাতী ভাইরাসের ভয়াল থাবায় মহামারী রুপে জরাগ্রস্থ। তখন বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে এর প্রকোপ কিঞ্চিৎ কম হলেও কম হয়নি গৃহবন্দী, কর্মহীন, গরীব, দুঃখি, অসহায় মানুষের খাদ্যের অভাব।

এই সময় ইয়ূথদের উদ্যোগ ও বিত্তশালী মানুষদের আর্থিক সহযোগিতায় ২৫০ টি পরিবারের মধ্যে রাতের আধারে বাড়ি বাড়ি যেয়ে ত্রাণ বিতরণ করেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গাংনী এরিয়া সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দীন বলেন, কোন পারমানবিক মারণাস্ত্র নয়, হানাহানি নয়, খুনোখুনি নয় তবুও যেন সারা বিশ্ব আজ থমকে গেছে হার মেনেছে কোন এক কালজয়ী ভয়ংকর নিরব যুদ্ধের কাছে। যেখানে না আছে কোন বিনিময়, না আছে কোন আঁতাত, না আছে কোন ঘুষ আর না আছে কোন প্রতিষেধক। সেখানে ইয়ূথ লিডার দের এমন মহান উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসানীয়।

সাহারবাটি ইউনিয়নের ইয়ূথের সমন্বয়কারী জানান, বিশ্বব্যাপি খাদ্যের অভাব চরম পর্যায়ে পৌছেছে। বিশেষ করে যারা গৃহবন্দী, কর্মহীন, দিন এনে দিন খায়, দিন মজুর, অসহায়, গরীব, দুঃখী আর ক্ষুদ্র ব্যবসা করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের অবস্থা খুবই ক্ষীণ। যার ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকাতেই অনেক মানুষ না খেয়ে খুব কষ্টের মধ্যে সংকটাপন্ন দিন যাপন করছে। এমন সময় সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এমন উদ্যোগ গ্রহণ করি।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের ইউনিয়ন সমন্বয়কারী আজিবার রহমান জানান, জাতীয় এই ক্রান্তিলগ্নে থেমে নেই সাহারবাটি ইউনিয়নের এক ঝাঁক নিরন্তর সংগ্রামী স্বেচ্ছাসেবক।

এমন প্রতিকূলতায় অসহায় মানুষের পাশে দাড়াতে বদ্ধ পরিকর সাহারবাটি ইউনিয়নের একদল স্বেচ্ছাসেবক। যারা নিজ নিজ গ্রামের বিত্তবানদের

কাছ হতে চাঁদা, চাল, ডাল, পেয়াজ, আলু ইত্যাদি পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে অসহায় পরিবারের মধ্যে বিতরণ করছে।

তবে দৃঢ় মনোবল, স্বদিচ্ছা আর অদম্য স্পৃহা থাকলে জটিল ও কঠিন মূহুর্তগুলো পাড়ি দেওয়া সম্ভব। আর সেটাই প্রমাণ করে দেখিয়েছেন সাহারবাটি ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক বৃন্দ।

এই কাজটা চলমান রাখতে বদ্ধ পরিকর ইয়ুথ সদস্যরা।